بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র উত্তম গুণাবলীর স্মৃতিচারণায় তাঁর প্রেরিত যুদ্ধাভিযানগুলির বিস্তারিত বিবরণ এবং এসব অভিযানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের মহান আত্মত্যাগের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বে নাসরিহিল আযিয কর্তৃক ১৭ই জুন, ২০২২ ইং তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগে এগারোটি যুদ্ধাভিযান হয়েছিল। প্রথম অভিযানের বর্ণনা অনেক দীর্ঘ ছিল। অবশিষ্ট দশটির মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযানের নেতৃত্ব দেন হযরত হুযায়ফা ও হযরত আরফাজা যা ওমানের বিদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান ছিল। ওমান বাহরাইনের নিকটবর্তী ইয়ামেনের একটি শহর। এখানে কিছু পার্শী এবং প্রতিমা-পূজারী গোত্রের বসবাস ছিল। মহানবী (সা.)-এর যুগে ওমান ছিল ইরানের শাসনাধীন, জায়ফার নামক এক ব্যক্তিকে তাদের শাসক নিযুক্ত রাখা হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের চারদিকে যখন মুরতাদ ছড়িয়ে যায় এবং বিদ্রোহ প্রসার লাভ করে তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আমর বিন আসকে ওমান থেকে মদীনা ডেকে পাঠান। অন্যদিকে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর লাকীদ বিন মালিক নামক আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিও সেখানে নবুয়্যতের মিথ্যা দাবী করে বসে। তার উপাধি ছিল 'যুল তাজ'। ওমানের অজ্ঞ লোকজন তার দলে যোগ দেয়। এই ব্যক্তি ওমানের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফলস্বরূপ জায়ফার এবং তার ভাই আব্বাদকে পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হয়। জায়ফার সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র কাছে পত্র লিখে সাহায্য চান যার প্রেক্ষিতে তিনি দুজন আমির হযরত হুযায়ফা বিন মিহসান গলফানী হামিরিকে ওমান অভিমুখে ও হযরত আরফাজা বিন হারসামাকে মাহরা অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি উভয়কে একসাথে সফর করার এবং ওমান থেকে যুদ্ধাভিযান সূচনা করার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। মাহরা ইয়ামেনের একটি গোত্রের নাম ছিল। তিনি (রা.) নির্দেশ প্রদান করেন যে ওমানে যুদ্ধকালে হুযায়ফা আমির এবং

মাহরাতে যুদ্ধাভিযানকালে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের দু'জনের সাহায্যার্থে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামা বিন আবু জাহলকেও প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র নির্দেশ অনুযায়ী ইকরামা তার সৈন্যবাহিনীসহ ওমান অভিমুখে আরফাজা এবং হুযায়ফার পশ্চাতে রওয়ানা হন। এবং উভয়ের ওমানে পৌছার পূর্বেই এর নিকটবর্তি রাজাম নামক স্থানে ইকরামা তাদের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর তাঁদের পক্ষ থেকে জায়ফার ও তার ভাই আব্বাদকে সংবাদ পাঠানো হলে তারাও আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে এসে সুহার-এ শিবির স্থাপন করে। এবং আরফাজা, হুযায়ফা এবং ইকরামাকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলে পাঠায়। সুতরাং মুসলিম-বাহিনীও সুহারে একত্রিত হয় এবং আশেপাশের এলাকাগুলি মুরতাদদের থেকে পবিত্র করে দেয়। ওদিকে লাকীদ বিন মালিক মুসলিম-বাহিনীর আগমনের কথা শুনে নিজ বাহিনী নিয়ে দাবা-য় শিবির করে। অবশেষে দাবায় লাকীদের বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। প্রথম দিকে লাকীদের বিজয়ী হওয়ার এবং মুসলমানদের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলেও অবশেষে লাকীদের সেনা দোদুল্যমান হয়ে ওঠে এবং ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদধাবন করে প্রতিপক্ষের দশ হাজার মানুষকে হত্যা করে এবং শিশু ও মহিলাদের বন্দি বানিয়ে নেয়। তারা ধনসম্পদ ও বাজার দখল করে এবং এগুলির পঞ্চমাংশ আরফাজার নেতৃত্বে হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে প্রেরণ করে। এভাবে ওমানে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার সমাপ্তি ঘটে এবং ইসলামি রাজত্বের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন হয়।

যুদ্ধের পর হুযায়ফা ওমানেই অবস্থান করেন এবং সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হন। অপরদিকে আরফাজা যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ নিয়ে মদিনা গমন করেন। হযরত আবু বকর (রা.) ইকরামাকে পূর্বেই এ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে **হুযায়ফা এবং আরফাজাকে সাহায্য থেকে মুক্ত হয়ে তুমি মাহরা গোত্রের প্রতি অগ্রসর হবে। অতঃপর সেখান থেকে ইয়ামেনে চলে যাবে। এমনকি সেখানে ইয়ামেন এবং হযর মউতের দমন অভিযানে মুহাজির বিন আবু উমাইয়ার সাথে থাকবে। আর ওমান এবং ইয়ামেনের মধ্যে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাদের দমন করবে। আমি তোমাদের যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংবাদ পেতে থাকব।** সেইমতো হযরত ইকরামা মুসলমানদের বড় একটি সেনাদলের সাথে অন্যান্য মুশরেকদের দমন করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। তিনি মাহরা নামক স্থানে নিজের যুদ্ধাভিযান শুরু করেন। অতঃপর ইকরামা মাহরা গোত্র এবং তার আশেপাশের এলাকাগুলিকে আক্রমণ করে বসেন। তাঁর মোকাবেলায় মাহরা গোত্রের লোকেরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল জারূত অঞ্চলে শিখরীতের নেতৃত্বে এবং অপর দলটি নাজ্‌দ নামক স্থানে বনু মাহারবের এক ব্যক্তি মুসব্বার নেতৃত্বে ছিল। উক্ত দুই জন নেতাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ ছিল। ইকরামা যখন দেখলেন শিখরীতের সাথে ছোট বাহিনী, তিনি তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। ইতিপূর্বে সে মুসলমান ছিল। ইকরামা যখন তাকে আহ্বান জানালেন যে পুনরায় মুসলমান হয়ে যাও আর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ থেকে বিরত হও। শিখরীত তাতে সাড়া দিয়ে এই প্রাথমিক আহ্বানেই ইসলামে ফিরে আসে। এরপর ইকরামা মুসাব্বাকেও অনুরূপ আহ্বান জানান, কিন্তু সে অস্বীকার করে। এর পর ইকরামা শিখরীতকে সঙ্গে নিয়ে তার বিরূদ্ধে অভিযানে বের হন। নাজ্‌দ নামক স্থানে মুসাব্বার সাথে দুজনের মোকাবেলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা মুরতাদ বিদ্রোহী দলকে পরাস্ত করেন আর তাদের নেতা মারা যায়। যারা পালিয়ে গিয়েছিল মুসলমানরা পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের অনেককে হত্যা করে। অনেককে বন্দী বানানো হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে দুই হাজার উৎকৃষ্ট মানের উটনী মুসলমানদের হস্তগত হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত ইকরামাকে মাহরা অভিযানের পর ইয়ামেনে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আদেশ দিয়েছিলেন ইয়ামেন এবং হযর মউতের দমন অভিযানে হযরত মুহাজির

বিন আবু উমাইয়ার সাথে থাকবে। আর ওমান এবং ইয়ামেনের মধ্যে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাদের দমন করবে। এরপর ইকরামা খলীফার নির্দেশ অনুসারে মাহরা থেকে যাত্রা করে ইয়ামেন অভিমুখে এগিয়ে যান। হযরত ইকরামা দক্ষিণ ইয়ামেনেই সম্পূর্ণ অবস্থান করেন এবং সেখানে নাখা এবং হিমইয়ার গোত্রগুলির দমনে নিয়োজিত থাকেন। ইয়ামেনের উত্তরিভাগে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনও পড়েনি। ইয়ামেনের সাথেই কুন্দা গোত্রও বসবাস করত যা হযর মউত অঞ্চলে ছিল। এই অঞ্চলের নেতা হযরত জিয়াদ বিন লাবীদ ছিলেন। তিনি যাকাতের বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করলে তাঁর বিরূদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এমতবস্থায় হযরত ইকরামা এবং হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়া দু'জনে তাঁর সাহার্যাতে গিয়ে পৌঁছন।

পরিশেষে হযরত ইকরামা মুরতাদদের বিরূদ্ধে অভিযান থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় তিনি মদীনায় ফিরে যান। যখন তিনি মদীনায় ফিরে আসেন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে খালীদ বিন সাঈদকে সাহায্য করতে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত ইকরামা তাঁর সেনা বাহিনীকে যা তার সাথে মুরতাদদের বিরূদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল অবসরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরিবর্তে হযরত আবু বকর তখন অন্য একটি সেনাদল প্রস্তুত করে তাদের নির্দেশ দেন যে ইকরামার পতাকাতলে তারা যেন মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানে হযরত ইকরামা যে অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ শাম অভিযানের মধ্যে বর্ণিত হবে।

মুরতাদবিরোধী পঞ্চম অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত শারাহবিল বিন হাসানা। তিনি প্রথমদিকের মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইদের সাথে হাবশার দিকে হিজরত করেছিলেন। যখন হাবশা থেকে ফেরত আসেন তখন মদীনাতে বনু রাযিক'র গৃহে অবস্থান করেন। খেলাফতে রাশেদার যুগে তিনি প্রসিদ্ধ সেনাপতিদের একজন ছিলেন। ১৮শ হিজরীতে ৬৭ বছর বয়সে আমওয়াসের প্লেগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ষষ্ঠ অভিযান ছিল বিদ্রোহী মুরতাদদের দমনের জন্য হযরত আমর বিন আসের নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযান। হযরত আবু বকর একটি পতাকা হযরত আমর বিন আসকে প্রদান করেন এবং তাকে কুযাআ, ওয়াদিয়া ও হারেস- এই তিনটি গোত্রকে দমনের জন্য অভিযানের নির্দেশ দেন। কুযাআ আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র যা মদীনা থেকে দশ মনযিল দূরত্বে আলকুরআ উপত্যকা থেকে সম্মুখে মাদাঈন সালেহ নামক অঞ্চলের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। হযরত আমর বিন আসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল, তাঁর পিতার নাম আস বিন ওয়ায়েল এবং মাতার নাম নাবগা বিনত হারমালা ছিল। হযরত আমর বিন আস অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের ছয় মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহন করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কীর্তিগুলির মধ্যে একটা হ'ল তিনি মিশর জয় করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) যে এগারোটি পতাকা তৈরী করিয়েছিলেন তন্মধ্যে একটা হযরত আমর বিন আসের জন্যও বরাদ্দ ছিল। তিনি তাঁকে কাযাআর মুরতাদদের সাথে যুদ্ধের দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। কেননা তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)'র জীবদ্দশায় যাতুস সলাসলের যুদ্ধেও কাযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। আর সেই গোত্রের পরিস্থিতি এবং পথঘাট সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। কাযাআ গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেনি, তাদের হৃদয় ইসলামের প্রতি ভালবাসা থেকে রিক্ত ছিল। সেকারনে মহানবী (সা.)'র তিরোধানের পর তারা যাকাত আদায়ে অস্বীকার করে বসে। খলীফার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসার সাথে সাথে আমর বিন আস তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে কাযাআ পৌছে যান। সেখানে পৌছে তিনি লক্ষ্য করেন

কাযাআ গোত্র যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। শেষপর্যন্ত প্রবল যুদ্ধ বাধে। আর পূর্বের ন্যায় এবারও কাযাআ গোত্রকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। আমর বিন আস তাদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করে এবং পুনরায় তাদের ইসলামের আশ্রয়ে নিয়ে এসে সফল বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, অবশিষ্ট অভিযানের উল্লেখ ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামীতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহয়ুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
17 June 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in